গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ।
www.lawjusticediv.gov.bd

নৈতিকতা কমিটির কার্যবিবরণী।

তারিখ	ঃ	২২/০২/২০২৩ খ্রিঃ
সময়	ঃ	২.০০ ঘটিকা
স্থান	ঃ	সভাকক্ষ, আইন ও বিচার বিভাগ।
আয়োজনে	ঃ	নৈতিকতা কমিটি, আইন ও বিচার বিভাগ।

আজ ২২/০২/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে আইন ও বিচার বিভাগের সভা কক্ষে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের নৈতিকতা কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির সভাপতি ও মাননীয় সচিব জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার।

অনুষ্ঠানের শুরুতে নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্ট জনাব উম্মে কুলসুম সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিগত ১১ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ইস্যুকৃত পরিপত্রে উল্লিখিত নৈতিকতা কমিটির কার্যপরিধি সম্পর্কে উল্লেখ করেন। উক্ত পরিপত্র অনুযায়ী এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির কার্যবিবরণী হচ্ছে ঃ-

(১) আইন ও বিচার বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর, সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য এবং অন্তরায় চিহ্নিতকরণ;
(২) বিদ্যমান অন্তরায় দূরীকরণে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
(৩) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব কাদের উপর ন্যস্ত থাকবে, তা নির্ধারণ; এবং
(৪) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।

তিনি আরও উল্লেখ করেন ঃ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে আইন ও বিচার বিভাগের জন্য সুনির্দিষ্ট কমপরিকল্পনা রয়েছে। যার মধ্যে দীর্ঘ, মধ্য ও স্বল্পমেয়াদি কর্মপরিকল্পনার জন্য নির্ধারিত কর্মকৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করা বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য। আইন ও বিচার বিভাগের সংগে সংশ্লিষ্ট সকল নাগরিক সেবার মধ্যে বিদ্যমান অন্তরায় চিহ্নিত করে এবং তা দূর করার মাধ্যমে সেবাগ্রহিতাগণের নিকট গুনগত সেবা নিশ্চিত করা শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে অন্যতম উদ্দেশ্য। আইন ও বিচার বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাগরিক সেবাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ঃ-

(ক) দ্রুততম সময়ে ও স্বল্পতম ব্যয়ে মামলাজট নিরসন করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা;
(খ) আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও গুনগতমান বৃদ্ধি করা;
(গ) ভূমি নিবন্ধন কার্যক্রম সহজিকরণের মাধ্যমে জনগণের হয়রানী হ্রাস করা;
(ঘ) আইন ও বিচার বিভাগের অভ্যন্তরীন নাগরিক সেবাসমূহের মানোন্নয়ন করা;

আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক বিগত বছরসমূহে সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যার ধারাবাহিকতায় মাঠ পর্যায়ে এই বিভাগের সাথে সম্পর্কিত নাগরিকবান্ধব সেবাসমূহ আরও বেশী

নাগরিকবান্ধব করার মাধ্যমে সেবাগ্রহিতাগণের নিকট দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গৃহিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সেবাগ্রহিতাগণের কাছে এই বিভাগ ও এ বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার মাধ্যমে প্রদত্ত সেবাসমূহের গুনগতমান নিশ্চিত করে দ্রুততম সময়ে ও স্বল্পতম ব্যয়ে কিভাবে তা সহজলভ্য করা যায়, সে বিষয়ে সবার মতামত যাচনা করেন।

এ প্রসঙ্গে যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-১) জনাব বিকাশ কুমার সাহা তাঁর আলোচনায় উল্লেখ করেন, বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার প্রভাব বাংলাদেশেরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে, সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন নাগরিক সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়ছে। এই বিভাগের সাথে সম্পর্কিত নাগরিক সেবাসমূহ দ্রুততম সময়ে নিশ্চিত করার জন্য আমাদের অবশ্যই উদ্দ্যোগী হতে হবে। সেই লক্ষ্যে আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির আবেদন নাগরিকগণ যাতে সহজে করতে পারে, সেই বিষয়ে সংস্থার পক্ষ হতে বিভিন্ন জনবান্ধব কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় অনলাইনে আবেদন ফরম প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, তৃণমূল পর্যায়ে প্রচারণা বৃদ্ধি করা অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।

যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-২) জনাব শেখ গোলাম মাহবুব তাঁর আলোচনায় উল্লেখ করেন, ভূমি নিবন্ধন কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারি রাজস্ব আয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করছে। কিন্তু সেবাগ্রহিতাগণকে বর্ণিত সেবাটি আরও কিভাবে দ্রুত এবং হয়রানীমুক্তভাবে নিশ্চিত করা যায়, সে দিকে আমাদের নজর দেয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গে নিবন্ধন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জনাব মোঃ জিয়াউল হক (পরিদর্শক) তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, ভূমি নিবন্ধন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে টাউট/ভূয়া দলিল লিখক চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে জনভোগান্তি হ্রাস করা যেতে পারে। একইরূপে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে রেজিষ্ট্রি বায়না পত্রে উল্লিখিত বায়নামূল্যে ভূমির কবলা দলিলে মূল্য উল্লেখ করা হলে, প্রকৃত বিক্রয় মূল্যের উপর কর আদায় করা সম্ভব হবে। বর্ণিত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে একটি উদ্ভাবনী কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে।

আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার উপ-পরিচালক, জনাব তোফাজ্জল হোসেন হিরু তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, আইনগত সহায়তা প্রার্থীগণ সহজে আবেদন করার লক্ষ্যে সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় ফরম সংযোজন করা হয়েছে। তাছাড়া, আইনগত সহায়তার প্রচারণার বিষয়ে আরও কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

মাননীয় সভাপতি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, আমাদের প্রতিটি নাগরিকসেবা কি করে আরো বেশী স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা যায়, তার উপরেই শুদ্ধাচার নিশ্চিত করার অঙ্গিকার প্রতিপালনের সুযোগ রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার শুধুমাত্র কর্মপরিকল্পনা সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন প্রতিদিনের নাগরিক সেবায় বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং সেই অনুযায়ী সমস্যা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সেই লক্ষ্যে আজকের আলোচিত বিষয়সমূহের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ অর্থাৎ নিবন্ধন অধিদপ্তর ও জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা নাগরিকদের ইপ্সিত সেবার মান নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। তাছাড়া, এই বিভাগের সাথে সম্পর্কিত নোটারী পাবলিক, কাজী নিয়োগ সংক্রান্ত সেবাসমূহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে তা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় গৃহিত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের প্রতিও সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক হতে হবে। ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার চর্চ্চার মাধ্যমে আমরা জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হব।

সভায় আলোচিত বিষয়সমূহের প্রেক্ষিতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয় ঃ

(ক) নিবন্ধন অধিদপ্তরের আওতাধীন ভূমি নিবন্ধন সেবা কার্যকর করার মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বায়নাপত্রের তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটি এ্যাপস্ তৈরী করা যেতে পারে। যার মাধ্যমে প্রত্যেক সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে প্রকৃত বিক্রয় মূল্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। প্রাথমিকভাবে উক্ত এ্যাপস্

একটি সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে ব্যবহারের মাধ্যমে তার প্রায়োগিক সুবিধা/অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করা যেতে পারে।

(খ) ভূয়া দলিল লিখক চিহ্নিতকরণের জন্য একটি এ্যাপস্ তৈরী করা যেতে পারে। যার মাধ্যমে সকল সনদপ্রাপ্ত দলিল লিখকদের তথ্য সংরক্ষিত থাকবে এবং সনদবিহীন দলিল লিখককে সনাক্ত করে সহজেই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

(গ) আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে দৃশ্যমান প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষনা করেন।

২৫/০২/২০১৩

(মোঃ গোলাম সারওয়ার)
সচিব
ও
সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি
আইন ও বিচার বিভাগ।